ভোরের কাগজ

তারিখ ... 01 NOV 1998 ...
পৃঃ 7 কলাম 2

৭/

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ❑ ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ নিহত ১, ১০ পুলিশসহ আহত ৫০

শেখ সেলিম : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ, ইসলামী ছাত্রশিবির ও পুলিশের মধ্যে গতকাল ত্রিমুখী বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী এই ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে ১ জন ছাত্র নিহত ও পুলিশসহ অন্তত অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৩ জনকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। সংঘর্ষকালে প্রায় ৩০০ রাউন্ড গুলি, বোমা ও টিয়ার গ্যাস বিস্ফোরিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ এবং ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া শহরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকল পরীক্ষা স্থগিত এবং আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী, প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছাত্রশিবির তাদের নেতার (ইবি শাখার সভাপতি) মুক্তির দাবিতে সকাল ১০টার দিক থেকে ই.বি. ক্যাম্পাসে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে আজ রোববার ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ছাত্রলীগ কর্মীরা এই ধর্মঘটের প্রতিবাদে পাল্টা মিছিল শুরু করে। এ সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া থেকে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। প্রথম পর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের সময় ছাত্রলীগ প্রশাসন ভবনের সামনে এবং শিবির অনুষদ ভবন ও হল এলাকায় অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর ছাত্রলীগ কর্মীরা পুনরায় ক্যাম্পাসে ঢুকলে পুনরায় সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। উভয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ইবি ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ইসলামের ইতিহাস ১ম বর্ষের ছাত্র মোঃ মহাসিন (১৯) মারাত্মক জখম হয়। তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তির পর বিকালের দিকে মারা যায়। এ সময় একজন পুলিশ কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ হলে পুলিশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং গুলি ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ শুরু করে। এ সময় পুলিশ শতাধিক রাউন্ড গুলি ও টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। উত্তেজিত পুলিশ কয়েকজন শিক্ষককেও লাঞ্ছিত করে।

এই ত্রিপক্ষীয় ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধের ফলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় অন্তত ১০ জন পুলিশসহ অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়। গুরুতর আহত ব্যক্তিদের ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ও পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার চরম অবনতি হলে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জন ছাত্রকে ঢাকায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এরা হচ্ছেন, মোঃ সাইফুল ইসলাম (আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ), মোঃ নাজির উদ্দিন (দাওয়াতে ইসলামিক স্টাডিজ) আল মামুন, (আল হাদিস), মোঃ এমদাদ (ঐ)।

স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্ররা হচ্ছে : মোঃ হামিদুল হক, কল্লোল, আনোয়ার হোসেন, মোস্তফা আহমদ সিদ্দীকী, মুস্তাফিজুর রহমান, ফয়েজ আহমেদ, সাইফুর রহমান, নুরু (কর্মচারী)।

সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়লে ইবি ক্যাম্পাসের আশপাশের এলাকাসহ ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ ও শিবির বিক্ষোভ মিছিল বের করে। কিছু বিক্ষিপ্ত ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে ইবি কর্তৃপক্ষ গতকাল শনিবার রাত ৮টার মধ্যে ছাত্রদের এবং আজ রোববার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। এছাড়া সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে ইবির ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর জানিয়েছেন।